না করিলে আমিই শ্রীকৃষ্ণ বা রাম—এইরূপ ভাবনা যেমন অহংগ্রহ উপাসনা বলিয়া দোষাবহ, তেমনই শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদের সহিত অভেদ ভাবনাও দোষাবহ। আরও একটু বুঝিবার বিষয় এই যে—"ধ্যায়ন্তি" এই পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া উল্লেখ করিয়া রাগানুগামার্গে মনেরই প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে। "তেভ্যোঽপীহ" এই অপি শব্দ উল্লেখ দ্বারা যাহারা সেই পতি প্রভৃতিভাবে রাগসিদ্ধ তাঁহাদের কৈমুত্যভাবে প্রণাম আক্ষিপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ সেই সেই ভাবেই যাঁহারা সাধন করিতেছেন, তাঁহারাই যদি কোটি প্রণামের যোগ্য হন, তাহা হইলে যাঁহারা সেই সেই রাগে নিত্যসিদ্ধ, তাঁহারা যে কত প্রণম্য—তাহাতো বলাই বাহুল্য।

এখন একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে—পূর্ব্বমীমাংসাতে "চোদনা-লক্ষণোঽর্থোধর্ম্ম"—এইরূপ উক্তিদ্বারা বিধিবোধিত ক্রিয়াদ্বারাই অপূর্ব্ব অর্থাৎ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, ইহাই শুনা যায়। আবার যামলে "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্ত-পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা" ইত্যাদি বচনদ্বারা শ্রুতি প্রভৃতির মধ্যে কোনও একটি দ্বারা উপক্রম ও নিয়ম বিনা কিছু অনুষ্ঠান করিলে, দোষাবহ বলিয়া শুনা যায়। পুনরায় "শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী মদভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ" এই সকল স্থানে শ্রুতি প্রভৃতিতে উক্ত অবশ্যকর্ত্তব্য ও নিষেধের উল্লঙ্ঘন করিলে বৈষ্ণবত্বের হানি হয় বলিয়া শুনা যায়। তাহা হইলে বিধি নিরপেক্ষা রাগানুগা দ্বারা কেমন করিয়া সাধকের সিদ্ধি হয়? তাহারই উত্তর করিতেছেন—শ্রীভগবানের নাম-গুণাদিতে বস্তুশক্তি আছে বলিয়া ত্রিগুণময় ধর্ম্মের মত ভক্তির চোদনার অপেক্ষা নাই। অতএব জ্ঞানাদি বিনাও বহুস্থানেই ভক্তিতে ফললাভের কথা শুনা যায়। 'চোদনা' কিন্তু যাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নাই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তেমনিই ক্রমবিধিও স্বতঃপ্রবৃত্তিশূন্য ব্যক্তিকেই বিষয় করিয়া প্রবৃত্ত। যদ্যপি বিশুদ্ধভক্তি পথে "ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে" ইত্যাদি নীতি অনুসারে অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতিজ্ঞানশূন্য হইয়া ক্রম লঙ্ঘন করিয়াও ভজন অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। তথাপি এইরূপ বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মে রুচি অভাবে নানা বিক্ষেপযুক্ত পুরুষের রাগাত্মক ভক্তির শৈলী অর্থাৎ নীতি অনভিজ্ঞজনে সুন্দরভাবে ধর্ম্মপথে প্রবেশ করাইবার জন্য এবং ক্রমশঃ চিত্তের ধর্ম্মবিষয়ে অভিনিবেশ আনাইবার জন্য সেই বিধি নিষেধ করা হইয়াছে। তাহা না হইলে যে রুচিটির উদয় হইলে সতত শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তিতে উন্মুখ করিয়া রাখে—যতদিন পর্য্যন্ত তাদৃশ রুচির উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বিধি-নিষেদের অধীনতা না থাকিলে ভজনের নিয়ম রক্ষা হইতে পারে না এবং